দৈনিক ইনকিলাব

130

05 MAY 1987

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

২১শে বৈশাখ, ১৩৯৪

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় বাধা কোথায়?

কিছুদিন পূর্বেই আলোচিত হয়ে গেল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রকে আর সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। শুধুমাত্র ঐ এক বিষয় পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দিলেই চলবে। এবং কলেজে ভর্তি হওয়ার অনুমতিও পাবে। তবে পরবর্তী বছরে ঐ বিষয়ে ফেল করলে ভর্তি বাতিল করা হবে। আমাদের গরীব দেশের জন্য এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আশ্বাসের কিছু দিন পরেই তা বন্ধ করে দেয়া হয় ঘোষণা দিয়ে। কিন্তু যে সব পরীক্ষার্থী (৮৭) এই পদ্ধতির আশায় ছিল সে সব ছাত্র-ছাত্রীর পড়ালেখার ক্ষতি হয়। অথচ আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক অধিকাংশই একই ক্লাসে দু'বছর পড়াবার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা নেই। ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ চালাবে দূরের কথা, অনেকের আবার দু'বেলা আহারই জোটে না। তারা পড়ার খরচ চালাবে কিভাবে? আমাদের প্রতিবেশী দেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ভারতে বর্তমানে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পূর্বে আমাদের দেশেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টালের ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নিয়মটি তুলে দেয়া হয়। ফলে এক বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়ে পরীক্ষার জন্য এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। কোন ভাল ছাত্র-ছাত্রীও দৈবক্রমে এক বিষয় ফেল করলে তার মূল্যবান একটি বছর নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর বার্ষিক গড় সংখ্যা আনুমানিক ২৫ হাজার। এইচএসসি পরীক্ষায় এদের সংখ্যা ১৫ হাজারের মত। সাধারণতঃ এসএসসি পরীক্ষার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে আসছে। নতুন নিয়মটি যদি এ বছর থেকেই চালু করার জন্য পুনরায় বিবেচনা করা হয় তাহলে অভিভাবক মহল কিছুটা স্বস্তি পাবেন। পাশাপাশি অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যেও হতাশা কমে আসবে। কারণ ফেল করা পরীক্ষার্থীরা যেমন কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে তেমনি তারা এক বছর একটি মাত্র বিষয়ে ভালো নম্বর পাবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তোলারও অবকাশ পাবে। সবচেয়ে বড় কথা এতে মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা বাড়তি এক বছরের শিক্ষা ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। দুর্মূল্যের বাজারে তাদের আর্থিক চাপ কমে আসবে। দেশে শিক্ষার হারও বাড়বে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অসদুপায় অবলম্বন-এর উৎসাহ থেকে অনেকটা বিরত থাকবে। তা না করলে আমাদের দেশে নকলের পাঁয়তারা বছরের পর বছর এভাবে চলতেই থাকবে।

—মোঃ আসাদুজ্জামান (কাজল)।